রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ৭, ২০০৬

[বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।]

বেসরকারীকরণ কমিশন

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ আষাঢ় ১৪১৩/৫ জুলাই ২০০৬

এস, আর, ও নং ১৬৫-আইন/২০০৬।—বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৫ আইন) এর ধারা ২৬(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বেসরকারীকরণ কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা বেসরকারীকরণ কমিশন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক প্রবিধানমালা, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। ইহা নিম্নলিখিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ব্যতীত কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী; এবং

(খ) সম্পূর্ণ অস্থায়ী, খন্ডকালীন, দৈনিক বা চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

(৩) ইহা ৭-১২-১৯৯৩ইং তারিখ হইতে বলবৎ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) "অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল" অর্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মাসিক বেতন হইতে প্রদত্ত নিয়মিত মাসিক চাঁদা, তদনুকূলে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত চাঁদা এবং উভয় চাঁদার অর্থের সমন্বয়ে গঠিত অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল;

(খ) "আইন" অর্থ বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৫ নং আইন);

(গ) "কমিশন" অর্থ বেসরকারীকরণ কমিশন;

(ঘ) "কর্মকর্তা" অর্থ কমিশনের কোন কর্মকর্তা;

(ঙ) "কর্মচারী" অর্থ কমিশনের কোন কর্মচারী;

(চ) "চেয়ারম্যান" অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;

(ছ) "পরিবার" অর্থ—

(অ) কর্মকর্তা বা কর্মচারী পুরুষ হইলে, তাঁহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাঁহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী প্রমাণ করেন যে, আদালতের আদেশ অনুসারে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী আলাদাভাবে বসবাস করেন অথবা তাঁহার স্ত্রী প্রথাভিত্তিক আইন অনুসারে খোরপোষ লাভের অধিকার পাইয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভুক্ত করিবার জন্য উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্ত্রী এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না; এবং

(আ) কর্মকর্তা বা কর্মচারী মহিলা হইলে, তাঁহার স্বামী এবং সন্তান-সন্ততিগণ ও তাঁহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারগণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলা কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাঁহার স্বামীকে এই প্রবিধানমালার কোন সুবিধা পাইবার ব্যাপারে তাহার পরিবারভুক্ত না করিবার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উহার বিপরীতে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত উক্ত স্বামী উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(জ) "তহবিল" অর্থ প্রবিধান ৩ এর অধীন গঠিত বেসরকারীকরণ কমিশন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল;

(ঝ) "চাঁদা প্রদানকারী" অর্থ এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী;

(ঞ) "ফরম" অর্থ এই প্রবিধানমালায় সংযুক্ত ফরম;

(ট) "ট্রাস্টী বোর্ড" অর্থ প্রবিধান ৪ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টী বোর্ড।

৩। **তহবিল গঠন**।—কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে এই প্রবিধানমালার অধীন অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে" বেসরকারীকরণ কমিশন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল" নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রবিধান ৯ এর দফা (১) ও (২) এর অধীন প্রদত্ত চাঁদা;

(খ) প্রবিধান ১০ (১) এর অধীন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর অধীন জমাকৃত অর্থের উপর সুদ; এবং

(ঘ) দফা (ক) ও (খ) এর অধীন জমাকৃত অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয়।

৪। **ট্রাস্টী বোর্ড**।—তহবিলের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশনের নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে তহবিল ব্যবস্থাপনা ট্রাস্টী বোর্ড নামে একটি ট্রাস্টী বোর্ড, অতঃপর ট্রাস্টী বোর্ড নামে অভিহিত, গঠিত হইবে, যথাঃ—

(ক) সদস্য (প্রশাসন) - সভাপতি

(খ) সচিব - সদস্য

(গ) উপ-পরিচালক (কম্পিউটার) - সদস্য

(ঘ) উপ-পরিচালক (আইন) - সদস্য

(ঙ) সরাসরি নিয়োজিত কর্মচারীদের মধ্য হইতে ১ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি - সদস্য

(চ) সহকারী পরিচালক (হিসাব) - সদস্য-সচিব এবং আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা (পদাধিকারবলে)।

৫। **ট্রাস্টী বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।**—ট্রাস্টী বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে তহবিলে জমাকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

(খ) প্রবিধান ৭ এর বিধান অনুযায়ী তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) প্রবিধান ১৫ এর বিধান অনুযায়ী তহবিলের অর্থ অগ্রিম প্রদান এবং এতদুদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) প্রতি আর্থিক বৎসর সমাপ্তির পরবর্তী মাসে তহবিলের আয়, ব্যয়, বিনিয়োগ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কমিশনের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন;

(চ) কমিশনের তহবিলের বিধান অনুযায়ী দাবীসমূহ পরিশোধের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ছ) উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সকল আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ।

৬। **ট্রাস্টী বোর্ডের সভা।**—(১) এই প্রবিধানমালার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, ট্রাস্টী বোর্ড ইহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে ট্রাস্টী বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে প্রতি তিন মাসে স্ট্রাস্টী বোর্ডের অন্ততঃ একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সভাপতি ট্রাস্টী বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত কোন সদস্য ট্রাস্টী বোর্ডের সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের কোন প্রয়োজন হইবে না।

(৫) প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি বা সভায় সভাপতিত্বকারীর সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৭। **তহবিলের অর্থ জমা, বিনিয়োগ ইত্যাদি।**—(১) ট্রাস্টী বোর্ড, কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, তহবিলের অর্থ এইরূপে বিনিয়োগ করিবে যাহাতে উক্ত বিনিয়োগ হইতে সম্ভাব্য সর্বাপেক্ষা অধিক আয় হইতে পারে, এবং এতদুদ্দেশ্যে ট্রাস্টী বোর্ড তহবিলের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের স্থায়ী আমানতে বা সঞ্চয়ী হিসাবে রাখিতে বা কোন লাভজনক সরকারী সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্টী বোর্ড কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, প্রতিবৎসর এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় সুবিধাদি পরিশোধের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের একটি চলতি হিসাবে জমা রাখিতে পারিবে।

(২) সভাপতি ও সদস্য-সচিবের যুগ্ম-স্বাক্ষরে তহবিলের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

৮। **সদস্য-সচিব এবং আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তার কার্যাবলী।**—তহবিলের সদস্য-সচিব এবং আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণ;

(খ) এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে যথাশীঘ্র পরিশোধ;

(গ) প্রবিধান ৭ এ উল্লিখিত আমানত, ব্যাংক হিসাব ও বিনিয়োগ পরিচালনা; এবং

(ঘ) অত্র প্রবিধানের অধীন কার্যাবলী সম্পাদন।

৯। **চাঁদা।**—(১) প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাঁহার বেতনের ১০% এর কম নহে এইরূপ যে কোন পরিমাণ অর্থ মাসিক চাঁদা বাবদ তহবিলে প্রদান করিবেন।

(২) বৈদেশিক নিয়োগকর্তা হইতে আদায়যোগ্য না হইলে বৈদেশিক চাকুরীতে থাকাকালীন সময়ে প্রদানযোগ্য চাঁদা কমিশন চাঁদাদাতার নিকট হইতে আদায় করিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রদেয় চাঁদার পরিমাণ গণনা করার সময় টাকার ক্ষেত্রে ভগ্নাংশকে ইহার নিকটবর্তী পূর্ণ অংকে নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক প্রদেয় চাঁদার হার বৎসরব্যাপী অপরিবর্তিত থাকিবে।

(৫) প্রত্যেক চাঁদাদাতা তহবিলে যোগদানের সাথে সাথে তাহার নামে লেজার পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করা হইবে।

(৬) বৎসরের শেষে যত শীঘ্র সম্ভব ট্রাস্টী বোর্ড প্রত্যেক চাঁদাদাতার নিকট তহবিলের হিসাবের একটি বিবরণী প্রেরণ করিবেন। উক্ত বিবরণীতে প্রত্যেক চাঁদাদাতার বৎসরের প্রথম দিনের প্রারম্ভিক জের, সমগ্র বৎসরের জমাকৃত ও উত্তোলনকৃত অর্থ, ৩০ শে জুন সুদ বাবদ জমার পরিমাণ এবং উক্ত তারিখে সমাপনী জের দেখাইতে হইবে। ট্রাস্টী বোর্ড হিসাব বিবরণীর সহিত নিম্নোক্ত তথ্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধানপত্র সংযুক্ত করিবেন ঃ—

(ক) চাঁদাদাতা মনোনয়নপত্র প্রেরণ করিয়াছেন কি না অথবা ইতোপূর্বে প্রেরিত মনোনয়নপত্রে কোন পরিবর্তন করিতে আগ্রহী কি না;

(খ) পরিবারের অবর্তমানে পরিবারের সদস্য ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনয়নের ক্ষেত্রে তাহার কোন পরিবার হইয়াছে কি না।

(৭) প্রদত্ত বাৎসরিক হিসাব বিবরণীতে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে চাঁদাদাতা তাৎক্ষণিকভাবে উহা ট্রাস্টী বোর্ডের দৃষ্টিগোচর করিবেন এবং ট্রাস্টী বোর্ড বিষয়টি পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১০। **কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।**—(১) কমিশন প্রতি বৎসর ১লা জুলাই এবং ১লা জানুয়ারী তারিখে প্রত্যেক চাঁদাদাতার হিসাবে তাহার বেতনের ১০% অর্থ অনুদান হিসাবে প্রদান করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন বৎসরের ৩০ শে জুন বা ৩১ শে ডিসেম্বরের পূর্বেই কোন হিসাব চূড়ান্তভাবে বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে এই প্রবিধান অনুসারে উক্ত হিসাবে জমাযোগ্য অর্থ উক্তরূপ হিসাব বন্ধের তারিখেই জমা করা হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ গণনা করার ক্ষেত্রে টাকার কোন ভগ্নাংশকে উহার নিকটবর্তী পূর্ণ অংকে নির্ধারণ করিতে হইবে।

১১। **চাঁদাদাতা প্রেষণে নিয়োজিত থাকার ক্ষেত্রে বিধান।**—যদি কোন চাঁদাদাতা বৈদেশিক চাকুরীতে বদলী হন অথবা বাংলাদেশের বাহিরে প্রেষণে প্রেরিত হন তখনও তিনি এই প্রবিধানমালার আওতাভুক্ত এমনভাবে থাকিবে যে তিনি যেন বদলী হন নাই বা প্রেষণে প্রেরিত হন নাই।

১২। **বেতন নির্ধারণ**।—এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) পূর্ববর্তী বৎসরের ৩০ শে জুন তারিখে যে কর্মকর্তা বা কর্মচারী চাকুরীতে ছিলেন তাহার ক্ষেত্রে ঐ তারিখে প্রাপ্য বেতন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী—

(অ) উক্ত তারিখে সাময়িক বরখাস্ত থাকিলে তিনি পুনঃকর্মে যোগদানের তারিখে যে বেতন প্রাপ্য হইতেন, উহাই তাহার বেতন বলিয়া গণ্য হইবে;

(আ) উক্ত তারিখের পরবর্তী কোন তারিখে প্রথমবারের মত তহবিলে যোগদান করিলে উক্ত পরবর্তী তারিখে প্রাপ্য বেতনই তাহার বেতন হইবে।

(খ) পূর্ববর্তী বৎসরের ৩০ শে জুন পরবর্তী কোন তারিখ কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী চাকুরীতে যোগদান করিলে যোগদানের প্রথম দিনে যে বেতন প্রাপ্য, অথবা তিনি চাকুরীতে যোগদানের তারিখের পরবর্তী কোন তারিখে তহবিলে যোগদান করিলে, উক্ত পরবর্তী তারিখে যে বেতন প্রাপ্য, উহাই তাহার বেতন হইবে।

১৩। **তহবিলে জমার উপর সুদ**।—(১) সরকার প্রতি বৎসরের জন্য ব্যাংকের যে সুদের হার নির্ধারণ করিবে, কমিশন উক্ত হারে তহবিলের জমার উপর উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে সুদ প্রদান করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত হার তহবিলে চাঁদাদাতার অর্থ বিনিয়োগের ফলে প্রাপ্ত আয় অপেক্ষা কম হইবে না।

(২) প্রতি বৎসরের শেষ দিনে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে তহবিলের জমার উপর সুদ প্রদেয় হইবে, যথা ঃ—

(ক) পূর্ববর্তী বৎসরের শেষ দিনের জমার ক্ষেত্রে, চলতি বৎসরে উত্তোলনকৃত অর্থ বাদে অবশিষ্ট জমার উপর বার মাসের সুদ;

(খ) চলতি বৎসরের উত্তোলনকৃত অর্থের ক্ষেত্রে, বৎসরের প্রারম্ভে হইলে যেই মাসে উত্তোলন করা হয় উহার পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সুদ;

(গ) পূর্ববর্তী বৎসরের শেষ দিনের পরে জমাকৃত অর্থের ক্ষেত্রে, জমাদানের তারিখ হইতে চলতি বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত সুদ;

(ঘ) সুদের পরিমাণ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে, টাকার কোন ভগ্নাংশকে উহার নিকটবর্তী পূর্ণ অংকে নির্ধারণ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চাঁদাদাতাকে তহবিলের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে, এই প্রবিধানের অধীন চলতি বৎসরের প্রথম দিন বা, ক্ষেত্রমত, জমার তারিখ হইতে প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সুদ প্রদান করা হইবে।

(৩) এই প্রবিধান অনুসারে জমার তারিখ হইবে—

(ক) বেতন হইতে কর্তনের ক্ষেত্রে, যেই মাসে চাঁদা আদায় করা হইবে ঐ মাসের প্রথম দিন;

এবং

(খ) চাঁদাদাতা কর্তৃক চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা উক্ত চাঁদা কোন মাসের পাঁচ তারিখের পূর্বে পাইলে ঐ মাসের প্রথম দিন, এবং পাঁচ তারিখে বা উহার পরে পাইলে পরবর্তী মাসের প্রথম দিন।

(৪) কোন চাঁদাদাতা তহবিলের জমার উপর সুদ গ্রহণ করিবে না মর্মে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করিলে সেইক্ষেত্রে সুদ প্রদান করা হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পরবর্তীতে সুদ গ্রহণ করিবে মর্মে লিখিতভাবে অবহিত করিলে যেই বৎসর অবহিত করিবে সেই বৎসরের প্রথম দিন হইতে সুদ প্রদান করা হইবে।

(৫) এই প্রবিধানমালার অধীন জমাকৃত অর্থের উপর সুদ চাঁদাদাতার জমার সহিত একীভূত হইবে এবং জমা ও সুদ উভয়ের উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী নির্ধারিতহারে সুদ প্রদান করা হইবে।

১৪। মনোনয়ন।—(১) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের—

(ক) সময় চাকুরীরত থাকিলে, উহা সরকারী গেজেটে প্রকাশের নব্বই দিনের মধ্যে; এবং

(খ) পরে চাকুরীতে যোগদান করিলে, চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে পরবর্তী নব্বাই দিনের মধ্যে।

এই প্রবিধানমালার সহিত সংযোজিত ফরম পূরণ করিয়া তাঁহার তহবিলের সুবিধাদি প্রার্থীর জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া ফরমটি কমিশনের নিকট জমা দিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করিবার ক্ষেত্রে, মনোনীত ব্যক্তিগণের অংশ নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে, যদি এইরূপ কোন অংশ নির্ধারণ করিয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ সমান অংশে ভাগ করা হইবে।

(৩) মনোনয়নকালে চাঁদাদাতার যদি পরিবার থাকে, তবে তিনি তাহার পরিবারের সদস্যের বাহিরে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি মনোনয়নকালে চাঁদাদাতার পরিবার না থাকে তাহা হইলে তিনি যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবেন, কিন্তু যখনই তিনি পরিবারভুক্ত হইবেন, তখনই পূর্বের মনোনয়ন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) কোন কর্মকর্তা বা কমিশনের নিকট লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া যে কোন সময় উক্ত, মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন, তবে এইরূপ নোটিশের সহিত একটি নতুন মনোনয়ন দাখিল করিতে হইবে।

(৫) মনোনীত ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হইলে তাঁহার পক্ষে তহবিলের অর্থ গ্রহণের জন্য একজন অভিভাবক নিয়োগ করা যাইবে।

(৬) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে মনোনয়ন জমা না দিয়া মৃত্যুবরণ করিলে তহবিলে অর্থ উত্তরাধিকারের প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হইবে।

১৫। **অগ্রীম।**—(১) তহবিলে কোন চাঁদাদাতার হিসাবে চাঁদা ও উহার সুদ বাবদ সঞ্চিত অর্থ হইতে কমিশন তাহাকে নিম্নবর্ণিত কোন কারণে সর্বোচ্চ ৮০% হারে অগ্রীম মঞ্জুর করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) গৃহ নির্মাণ, বসতবাড়ী মেরামত ও সংস্কার;

(খ) চাঁদাদাতার বা তাঁহার পরিবারের কোন সদস্যের—

(অ) অসুস্থতার ব্যয় নির্বাহ;

(আ) বিবাহ, শেষকৃত্য শিক্ষা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান যাহা ধর্মীয় বা সামাজিকভাবে পালন করা প্রয়োজন সেই সকল অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ;

(গ) আবাসিক জমি বা প্লট ক্রয়; এবং

(ঘ) জীবন বীমার কিস্তি প্রদান।

(২) তহবিলের সদস্য হইবার অন্যূন তিন বৎসরের মধ্যে কোন প্রকার অগ্রীম মঞ্জুর করা যাইবে না এবং মঞ্জুরীকৃত অগ্রীমের সমুদয় অর্থ আদায় না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় অগ্রীম মঞ্জুর করা যাইবে না।

(৩) বাসগৃহ নির্মাণ ও বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অগ্রীমের জন্য আবেদনকারী চাঁদাদাতার তিন মাসের বেতন বা তহবিলে তাহার সঞ্চিত অর্থের অর্ধেক এই দুইটির মধ্যে যাহা কম হয় উহার বেশী অর্থ অগ্রীম বাবদ মঞ্জুর করা যাইবে না।

১৬। **অগ্রীম কর্তন।**—(১) কমিশন অন্যূন বার এবং অনূর্ধ্ব পঞ্চাশটি মাসিক কিস্তিতে মঞ্জুরীকৃত অগ্রীমের অর্থ কর্তনের নির্দেশ প্রদান করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অগ্রীম গ্রহণকারী কর্মচারী বার এর কম কিস্তিতে অগ্রীম কর্তনের জন্য লিখিতভাবে আবেদন করিলে কমিশন তদানুযায়ী অগ্রীম কর্তনের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) গৃহীত অগ্রীমের বিপরীতে মূল অর্থ কর্তনের পর উহার উপর ৫% হারে সুদ আদায় করা হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, কোন অগ্রীম গ্রহণকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী তহবিলের সুদ গ্রহণ না করিলে তাহার নিকট হইতে প্রদত্ত অগ্রীমের বিপরীতে কোন সুদ আদায়যোগ্য হইবে না।

(৩) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী ইচ্ছা করিলে গৃহীত অগ্রীমের সমুদয় অর্থ এককালীন বা উহার অংশ বিশেষ নির্দিষ্ট মেয়াদের যে কোন সময় পরিশোধ করিতে পারিবে।

(৪) অগ্রীম গ্রহণের পরবর্তী দ্বাদশ মাসের পর উহা গ্রহণকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী একটি পূর্ণ মাসের বেতন গ্রহণের সময় হইতে অগ্রীমের বিপরীতে কিস্তি পরিশোধ করিবেন।

১৭। **তহবিলের অর্থ প্রাপ্তির অধিকার।**—(১) প্রত্যেক চাঁদাদাতা এই প্রবিধানমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, তহবিলের অর্থ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) নিম্নবর্ণিত যে কোন কারণে কোন চাঁদাদাতা বা তদকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি তহবিলের অর্থ প্রাপ্ত হইবেন, যথা ঃ—

(ক) চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ;

(খ) শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা বা ক্রমাগত অসুস্থতার কারণে চাকুরী হইতে অব্যাহতি;

(গ) পদ বিলুপ্তির কারণে চাকুরী অবসান বা পদসংখ্যা হ্রাসের কারণে চাকুরী হইতে ছাটাই;

(ঘ) কমিশনের অনুমোদনক্রমে, চাকুরী হইতে পদত্যাগ;

(ঙ) চাকুরীতে থাকাকালীন মৃত্যুবরণ।

(৩) চাঁদাদাতা বা তদকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিকে তহবিলের প্রাপ্য অর্থ গ্রহণের জন্য কমিশন লিখিতভাবে আহবান জানাইবে।

১৮। **তহবিলের অর্থ প্রাপ্তির পরিমাণ।**—(১) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তহবিলের সদস্য হইবার তারিখ হইতে—

(ক) পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে কমিশনের অনুমোদনক্রমে, চাকুরী হইতে পদত্যাগ করিলে তাঁহার প্রদত্ত চাঁদা এবং চাঁদার উপর;

(খ) পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার পর কমিশনের অনুমোদনক্রমে, চাকুরী হইতে পদত্যাগ করিলে তাঁহার প্রদত্ত চাঁদা, কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান এবং উক্ত চাঁদা ও অনুদানের উপর অর্জিত মুনাফার ১০০% অর্থ তহবিল হইতে প্রাপ্ত হইবেন।

(২) চাকুরীকালের দৈর্ঘ্য যাহাই হউক না কেন, মৃত্যু অথবা শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা বা ক্রমাগত অসুস্থতার কারণে কোন চাঁদাদাতা চাকুরী করিবার অযোগ্য বিবেচিত হইয়া চাকুরী হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হইলে তাহার প্রদত্ত চাঁদা, কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান এবং উক্ত চাঁদা ও অনুদানের উপর অর্জিত মুনাফা ১০০% অর্থ তহবিল হইতে প্রাপ্ত হইবেন।

(৩) শৃঙ্খলাজনিত কারণে কোন চাঁদাদাতা চাকুরীচ্যুত হইলে, তিনি তহবিল হইতে শুধুমাত্র তাহার প্রদত্ত চাঁদার সমপরিমাণ অর্থ পাইবেন, অন্য কোন অর্থ পাইবেন না।

(৪) এ প্রবিধানে উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন চাঁদাদাতার পূর্ণ মাস বেতন প্রাপ্তিকে চাকুরীকাল গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হইবে, বিনাবেতনে ছুটিকালীন সময়কে চাকুরীকাল গণনায় বিবেচনা করা যাইবে না।

১৯। **আনুতোষিকের অর্থ।**—আনুতোষিক তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে সরকার প্রত্যেক অর্থ বৎসরে আনুতোষিক বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ কমিশনে সরাসরি নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর মূল বেতনের ২০% হারে প্রদান করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থ বিভাগের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ, শাখা-৭ এর পরিপত্র নং- অম/অবি/স্বাশাপ্র/শা-১/৭১৯/৮৯/৩৭ (১০০) তারিখ ঃ মার্চ, ২৭, ১৯৯০ ইং অনুযায়ী স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ গ্রাচ্যুইটি স্কীমের আওতায় প্রতি বৎসর চাকুরীর জন্য ২ (দুই) মাসের শেষ আহরিত মূল বেতনের সমপরিমাণ গ্রাচ্যুইটি হিসাবে প্রাপ্য হইবেন। সেই হিসাবে নিম্নের সূত্রানুযায়ী অত্র কমিশনে সরাসরি নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বাৎসরিক মূল বেতনের ২০% অর্থ গ্রাচুইটি বাবদ সরকার কর্তৃক প্রদেয়।

$$\frac{\text{মূল বেতন} \times ২}{\text{বাৎসরিক বেতন}} \times ১০০ = ১৭\%$$

এছাড়া অবসর গ্রহণকালে গৃহীতব্য মূল বেতন এবং বর্তমান মূল বেতনের পার্থক্যজনিত যে কোনরূপ ঘাটতি পূরণের জন্য অতিরিক্ত ৩% সহ মোট (১৭% + ৩%) = ২০% অর্থ সরকার কর্তৃক প্রদেয়।

২০। **আয়কর**।—কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনুকূলে পরিশোধযোগ্য মঞ্জুরীকৃত অর্থের উপর কোন আয়কর দিতে হইলে তাহা কমিশন বহন করিবে।

২১। **অসুবিধা দূরীকরণ**।—তহবিল সংক্রান্ত কোন বিষয়ে এই প্রবিধানমালায় পর্যাপ্ত বিধান না থাকিলে, উক্ত বিষয়ে সরকারী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা, আদেশ, নির্দেশ বা নিয়মাবলী অনুসরণ করা হইবে।

ফরম ক

প্রবিধান ২(এ) দ্রষ্টব্য

অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের মনোনয়নপত্র

আমি...এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, চাকুরীতে কর্মরত অবস্থায় আমার মৃত্যু ঘটিলে অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের অর্থ গ্রহণের জন্য আমার পরিবারের নিম্নবর্ণিত সদস্য/সদস্যাগণকে তাহাদের নামের বিপরীতে উল্লিখিত অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করিলাম ঃ—

মনোনীত সদস্য/ সদস্যগণের নাম ঠিকানা	চাঁদাদাতার সহিত মনোনীত ব্যক্তির সম্পর্ক	মনোনীত ব্যক্তির বয়স	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ (শতকরা হারে)	যদি মনোনীত ব্যক্তি মনোনয়নকারীর পূর্বে মারা যান, সে ক্ষেত্রে এই অধিকার যাহার উপর বর্তাইবে তাহার নাম, ঠিকানা ও সম্পর্ক (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫
(১)				
(২)				
(৩)				

তিনজন স্বাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর
পদবী ও ঠিকানা

১। চাঁদাদাতার নাম ঃ

২। পূর্ণ নাম ঃ

৩। পদবী ঃ

তারিখ ঃ

ফরম খ

প্রবিধান ২(এ) দ্রষ্টব্য

তহবিল হইতে

অগ্রীম উত্তোলনের আবেদন ফরম

প্রাপক ঃ

বিষয় ঃ অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল হইতে (ফেরতযোগ্য ও অফেরতযোগ্য) অগ্রীম গ্রহণের আবেদন।

জনাব,

বেসরকারীকরণ কমিশনের অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে আমার নামে সঞ্চিত অর্থ............ ....টাকা অগ্রীম উত্তোলনের মঞ্জুরী প্রদানের জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি।

আমি নিম্নবর্ণিত প্রশ্নাবলীর প্রতিটি সঠিক উত্তর প্রদান করিয়াছি।

আপনার অনুগত

তারিখ ঃ

স্বাক্ষর ঃ

নাম ঃ

পদবী ঃ

ক্রমিক নং	প্রশ্নাবলী	
১।	বিগত ৩০ শে জুন তারিখে অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল হিসাবে জমাকৃত টাকার পরিমাণ (প্রদত্ত সর্বশেষ হিসাবের প্রমাণপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে, যাহা প্রয়োজনীয় পরীক্ষান্তে ফেরতযোগ্য)।	ঃ
২।	অগ্রীম উত্তোলনের কারণ (একাধিক কারণ হইলে উহা আলাদাভাবে বর্ণনা করিতে হইবে)	ঃ
৩।	মূল বেতন (বেতনক্রমসহ)	ঃ

৪। পূর্বে কোন অগ্রীম উত্তোলন করিয়া থাকিলে উহার বিবরণ ঃ

(ক) যদি গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে উহা কখন সুদসহ সম্পূর্ণ পরিশোধ হইয়াছে তার বিবরণ ঃ

(খ) যদি সম্পূর্ণ পরিশোধিত না হইয়া থাকে তবে কত কিস্তি বাকী আছে ঃ

৫। প্রার্থীত অগ্রীমের পরিমাণ ঃ

৬। অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত টাকা সুদসহ কি না ঃ

৭। প্রার্থীত অগ্রীম কত কিস্তিতে (সুদসহ) পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক ঃ

৮। জন্ম তারিখ ঃ

৯। উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সুপারিশ ঃ

স্বাক্ষর ঃ

পদবী ঃ

সীল ঃ

বেসরকারীকরণ কমিশনের আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুল মজিদ
সচিব
প্রাইভেটাইজেশন কমিশন।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।